125

তারিখ 27 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষা

হাই স্কুলের শেষ এবং কলেজ জীবনের প্রথম চূড়ান্ত পরীক্ষা এসএসসি ও এইচএসসি এই দুটি নিয়ে সারা দেশে হৈ চৈ আলোড়নের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কারণ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এবং উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবেশ পথের সোপানে পা রাখতে শেখে। শিক্ষা জীবনের সুউচ্চ সুবর্ণ চূড়ায় আরোহণের সুযোগ লাভ করে। এ জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক মহল অতিশয় উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত থাকে। জীবনকে ঘিরে তাদের মনে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা ও পরিকল্পনার বুনট দানা বাঁধে।

এবার একই সঙ্গে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় যে চার লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে দুই লক্ষাধিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, গত বছরের মত এবারও দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় মেয়েরা তুলনামূলকভাবে অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। এবার পরীক্ষায় পাসের হার ৪৬ দশমিক ০৮ ভাগ। ঢাকা, রাজশাহী ও যশোর বোর্ডে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাসের হার বেশী। কুমিল্লা বোর্ডের ছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত কম হারে পাস করলেও সম্মিলিত মেধাতালিকার শীর্ষ তিনটি স্থান তারা নিজেদের দখলে রেখেছে। চট্টগ্রাম বোর্ডে দেখা যায়, ছেলেদের পাসের হার বেশী। তবে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় শাখাওয়ারী কৃতিত্ব মেয়েদের বেশী এবং প্রশংসনীয়। সাম্প্রতিককালে এমনটি আর দেখা যায়নি। মানবিক শাখায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম দশটি স্থান যথাক্রমে ছয়জন ও চারজন মেধা তালিকাভুক্ত।

রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর একজন অভিভাবকের মন্তব্য ছিল, এটা নারীর ক্ষমতায়নের যুগ। তাই ছাত্রীরা নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার ব্যাপারে অধিক মনোযোগী, পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান। ছেলেদের সমাজে যে বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হয়, মেয়েদের ততটা নয়। ছাত্রদের মধ্যে গড়পড়তা অধিকাংশ সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বহির্বিশ্বের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে জ্ঞাতসারে কিংবা নিজেদের অজ্ঞাতে জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে আন্দোলন, সংগ্রাম ও ধর্মঘটে নিয়মিত ক্লাস বর্জন প্রায় সারা বছরই চলে। এসব আন্দোলন সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা পালন করে ছেলেরা। মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া না পাওয়া তেমন গুরুত্ব বহন করে না। পরীক্ষায় পাস করাটাই আসল ব্যাপার। অনেক ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করলেও পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে তাদের সাধারণ ও ব্যবহারিক জ্ঞান থাকে অত্যন্ত সীমিত। এতে উচ্চতর শিক্ষা লাভের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্মসংস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। সেখানে জ্ঞান চর্চা বা বুদ্ধি বিকাশের বিষয়টি থাকে অপাংক্তেয়। সে কারণে কেউ বিদ্যার জাহাজ পরিগণিত হয়েও কর্ম জীবনে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে ব্যর্থ হতে পারে। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগ দিয়ে মান নির্ণীত করার পরিবর্তে বিভিন্ন উন্নত দেশের ন্যায় গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু করাই উচিত। আর বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ-ভেদাভেদের অস্তিত্ব না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সবাই মানুষ এবং শিক্ষা অর্জনের সুযোগ প্রাপ্তি প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকারভুক্ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা পদ্ধতি ও তার গুণাগুণ বিচার করতে হবে। নইলে বিদ্যা অর্জনের মৌলিক উদ্দেশ্যই অর্থহীন হয়ে যায়।

আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাবার জন্য এই যে হাজার হাজার সরকারী-বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এবং সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে তাতে আর যাই হোক শিক্ষার মান বাড়েনি। শিক্ষা দান পদ্ধতির ত্রুটি এবং যেনতেন প্রকারে পাস করা এবং পাস করিয়ে দেয়ার যে মনোবৃত্তি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তার ফলে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটেনি। মেধাবী বলে যারা পরিচিতি পায় বা পেয়েছে সেটা ঘটেছে তাদের একান্ত প্রচেষ্টায়, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য।

অবশ্য দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা ব্যবসা বা পদ্ধতি রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে এ বিষয়ে উন্নত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো প্রচলিত রয়েছে। পরিবর্তিত উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য, মানুষ তৈরির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি চালু করা সময়ের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে দাবীও করা হচ্ছে। শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণ তাদের সুচিন্তিত অভিমত ও পরামর্শও দিয়ে থাকেন সময়ে সময়ে। দেশে যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার জন্য তাদের সেই সুপারিশের ভিত্তিতে আমরা পারি নিজেদের বর্তমান প্রজন্মকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করতে। দুই হাজার সাল তো আসন্ন। আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিকে বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় যোগ্যতর মানুষ হিসেবে প্রতিপন্ন করার এটাই সময়।